12

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... NOV. 18 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ৭

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অমর্ত্য সেনকে ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়া হবে

১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে গ্র্যাজুয়েটদের তেমন সাড়া মেলেনি

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ আগামী ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম সাধারণ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়া হবে।

এদিকে আসন্ন সমাবর্তনে এখনো গ্র্যাজুয়েটদের প্রত্যাশিত সাড়া মেলেনি। শেখ হাসিনাকে বিতর্কিত পদ্ধতিতে ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়ার সিদ্ধান্ত ও গ্র্যাজুয়েটদের কাছে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ অধিক অর্থ ধার্য করায় এ অনীহা সৃষ্টি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছেন। এখন পর্যন্ত মাত্র ৩৫০ জন গ্র্যাজুয়েট সমাবর্তনে অংশ নেয়ার জন্য নাম রেজিস্ট্রি করেছেন।

আগামী ১৮ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের খেলার মাঠে এ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী গ্র্যাজুয়েটদের রেজিস্ট্রেশন ফি ধার্য করা হয়েছে মাথাপিছু এক হাজার টাকা। গত ১১ অক্টোবর থেকে সমাবর্তনে নাম রেজিস্ট্রেশন শুরু হলে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মাত্র ৩৫০ জন গ্র্যাজুয়েট এক হাজার টাকা ফি দিয়ে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন যে, কমপক্ষে ৬ হাজার গ্র্যাজুয়েট নাম রেজিস্ট্রি করাবেন। কিন্তু এ গতিতে তালিকাভুক্তি চলতে থাকলে বড়জোর এক থেকে দেড় হাজার গ্র্যাজুয়েট সমাবর্তনে অংশ নেয়ার জন্য নাম তালিকাভুক্তি করতে পারেন। অবশ্য গ্রাজুয়েটদের এই নগণ্য তালিকাভুক্তির কথা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রি করার শেষ সময় ৭ দিন বৃদ্ধি করে ১৫ নভেম্বর থেকে ২২ নভেম্বর করেছেন।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তাগণ, গ্রাজুয়েটদের রেজিস্ট্রেশন ফি কমিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করলে সেটি গ্রহণ করা হয়নি। শুধুমাত্র যারা ১৯৯৭ সালে অনার্স পাস করেছেন তাদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা কমিয়ে ৭৫০ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করা হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কর্তৃপক্ষ গ্রাজুয়েটদের রেজিস্ট্রেশন ফি ১ হাজার টাকা ধার্য করলেও মাথাপিছু সর্বোচ্চ দেড়শ' টাকা ব্যয় হবে। ১ হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি'র বিনিময়ে সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারীদের ১টি কোটপিন ও ১টি টাই ছাড়া কিছুই দেয়া হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমাবর্তন উপলক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালালেও সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি সাদামাটা গোছের হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে।

৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ঢাবি সমাবর্তন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এদিকে সমাবর্তনে কর্তৃপক্ষ ব্যয় ধরেছিলেন প্রায় ২ কোটি টাকা। কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন গ্রাজুয়েটদের রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ প্রায় ৬০ লাখ টাকা পাওয়া যাবে। জানা গেছে, কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে ১ কোটি টাকার জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু মঞ্জুরি কমিশন এখনও কোন অর্থ দিতে পারেনি। মঞ্জুরি কমিশন সূত্রে জানা গেছে, অর্থবছরের মাঝামাঝি এ সময়ে সরকার থেকে বিশেষ কোন অনুদান না পেলে এত বিশাল অংকের অর্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের জন্য দেয়া সম্ভব নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সমাবর্তনের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য ও অনুষ্ঠানটি আয়োজন করার ব্যয়ভার সোনালী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে চালানো হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সমাবর্তনের জন্য এমফিল, পিএইচডি, এমবিবিএস ও অন্যান্যের সাথে শুধুমাত্র ১৯৯৬ সালের মাস্টার্স এবং ১৯৯৭ সালের অনার্স গ্রাজুয়েটদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে। এক্ষেত্রে আরও দু'একটি ব্যাচকেও সুযোগ দিলে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়ত। তাছাড়া রমজান মাসে বিরোধী দলের হরতালের সম্ভাবনা এবং প্রধানমন্ত্রীকে বিতর্কিত পদ্ধতিতে ডক্টরেট প্রদানের সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের একাংশের নিরুৎসাহও সমাবর্তনে যোগদানে অনীহা সৃষ্টির অন্যতম কারণ বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কয়েক দফা বিবৃতিতে জানিয়েছেন, কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেননি এবং স্বচ্ছতার পরিচয় দেননি। তাঁরা জানান, একাডেমিক কাউন্সিলের যে সভায় প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, সেখানে এ বিষয়টি একাডেমিক কাউন্সিলের সভার এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের বিষয়টি সভার শেষ পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়। ভিসি বিষয়টি উপস্থাপনের পর একাডেমিক কাউন্সিলের কোন সদস্যই এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেননি এবং তড়িঘড়ি করে সভা মুলতবি করে দেয়ায় উপস্থিত সদস্যদের কেউই বক্তব্য রাখার সুযোগ পাননি।

এদিকে সমাবর্তনের দিন সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ছাড়া অন্যান্য ছাত্র সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ডাকতে পারে বলে আভাস পাওয়া গেছে।

এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব মহলের কতটা সহযোগিতা পাবেন তার উপরই সমাবর্তনের সার্থকতা নির্ভর করছে। তবে শেষ পর্যন্ত সমাবর্তনটি গ্রাজুয়েটদের জন্য আশাব্যঞ্জক না হয়ে হতাশাব্যঞ্জক হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহলগুলো আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।